যুগান্তর

তারিখ ... 18 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষাভবনে শিক্ষক হয়রানি

মহাপরিচালকের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ

মুসতাক আহমদ

শিক্ষাভবনের প্রথম ব্লকের নিচতলা। ৮ মার্চ বেলা সাড়ে ১১টা। গেটে কর্তব্যরত এক আনসার সদস্য সাধারণ পোশাকের একজনকে ভবনের নবাব আবদুল গণি রোডের ফটক দেখিয়ে বললেন, 'সোজা ওই গেট দিয়ে বেরিয়ে যা, নইলে ঘাড় ধরে বের করে দেব।' এরকম কথা শুনে লোকটি তড়িঘড়ি গেটসংলগ্ন অপেক্ষমাণ কক্ষে গিয়ে বসলেন। এ সময় সেখানে উপস্থিত যুগান্তর প্রতিবেদক তার পরিচয় জানতে চাইলে বলেন, তিনি সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ কোনাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আবদুল মমিন তালুকদার। সম্প্রতি সহকারী প্রধান শিক্ষক হয়েছেন। এখন গ্রেড পরিবর্তন হয়ে ৯ নম্বর থেকে ৮ নম্বরে আসবে। এতে সামান্য বেতনও বাড়বে। সেই কাজ করাতে এসেছেন। অসহায় কণ্ঠে তিনি বললেন, সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্তির জন্য ছক অনুযায়ী সব কাগজসহ আবেদন জমা দেয়ার পরও ৬ মাস ধরে কাজ হচ্ছে না। বলা হয়েছে, আরও কাগজ লাগবে। সেই কাগজ নিয়ে বাসে করে এসে ভোরে ঢাকায় নেমে সোজা এসেছেন শিক্ষাভবনে।

একজন শিক্ষক হয়ে আনসার সদস্যের এমন দুর্ব্যবহার মেনে নিলেন কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কাজটি আমার রাগ করে কি লাভ হবে? ভিড় একটু কমলে আবার যাব।' এ সময় তিনি অভিযোগ করে বলেন, ভাই এ অফিসে সবই সম্ভব। দেখেন না— যেসব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেয়ার পরও আমি এমপিও কোড পরিবর্তন করাতে পারছি না, সেখানে আমার এলাকার আরেক সহকর্মী একই কাগজপত্র জমা দিয়ে তা করে নিতে পেরেছেন। অথচ আমাকে কাগজপত্র ঘাটতির কথা বলে ঘোরানো হচ্ছে।'

সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস হওয়ায় ওই দিন শিক্ষাভবনে শিক্ষকদের ভিড় তুলনামূলক বেশি ছিল। কাজের প্রয়োজনে ভবনের ভেতরে যেতে না পেরে অনেক শিক্ষক গেটের সামনে অপেক্ষা করছিলেন। গেটের সামনে দাঁড়াতে না পেরে অনেকে তীব্র রোদের মধ্যে আশপাশে বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক গাড়িতে শিক্ষাভবনে আসেন। তার ব্যক্তিগত কর্মচারী আবদুল কাইয়ুম সামনের সিট থেকে নেমে গাড়ির গেট খুলে ধরলেন। নেমেই তিনি চলে গেলেন তৃতীয় তলায়। মহাপরিচালক যখন ভবনে প্রবেশ করলেন, তখন উপস্থিত শিক্ষকদের সঙ্গে দু'জন আনসার সদস্যের দুর্ব্যবহার আরও বেড়ে যায়। কয়েকজন শিক্ষককে ধাক্কা দিয়ে তারা গেট থেকে সরিয়ে দিলেন।

হয়রানি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

হয়রানি : শিক্ষাভবনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ সময় আবদুল মমিন তালুকদার অভিযোগ করে আরও বলেন, 'শিক্ষাভবন' বলে পরিচিত মাউশিতে কাজে এসে পদে পদে এভাবে নানা রকম অপমান আর হয়রানির শিকার হতে হয় মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের। ক্ষোভের কথা জানাতে সেখানে উপস্থিত আরও কয়েকজন শিক্ষক তার সুরে সুর মিলিয়ে তাদের নানা ভোগান্তির চিত্র তুলে ধরেন প্রতিবেদকের কাছে। তারা বলেন, অন্তত এমপিওর (বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতনের সরকারি অংশ) কাজ যদি বিকেন্দ্রীকরণ করে মাউশির আঞ্চলিক দফতরগুলোতে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে ঢাকায় আসা-যাওয়া ও হোটেলে থাকা-খাওয়ার খরচ যেমন বেঁচে যেত তেমনি এসব কর্মচারীর এমন হয়রানি আর অপমান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেত।

এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, মাউশিতে প্রতিদিন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দুই থেকে আড়াইশ' শিক্ষক-কর্মচারী আসেন। এমপিও, গ্রেড পরিবর্তন, টাইম স্কেল, বদলি, পদোন্নতিসহ নানা কাজে নিয়ে তাদের আসতে হয়। কিন্তু মাউশির একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবাপ্রার্থীদের সঙ্গে সেবাদাসের মতো ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। যার চাক্ষুষ প্রমাণ মিলেছে শিক্ষক আবদুল মমিন তালুকদারের ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিন থেকে শিক্ষাভবন ঘিরে এরকম হয়রানি-নাজেহালের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যুগান্তরের পক্ষ থেকে ৮-১৬ মার্চ পর্যন্ত ৭ কর্মদিবস সরেজমিন অনুসন্ধান চালানো হয়। আর এ অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে শিক্ষক হয়রানি ও নাজেহাল থেকে শুরু করে অনিয়ম-দুর্নীতির চাঞ্চল্যকর নানা তথ্য।

রোববার শিক্ষাভবনের সামনে আলাপকালে কয়েকজন শিক্ষক সাংবাদিক পরিচয় জানার পর বলেন, ভাই এ ভবনে ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে, এখানে এখন কোনো কাজ বা ফাইল ছাড়াতে গেলে প্রায় সব ডেস্কে ঘুষ দিতে হয়। তবে একথাও সত্য যে, এমন ভালো অফিসারও আছেন যাদের কোটি টাকা দিয়েও কেনা যাবে না। তারা হয়রানি তো দূরের কথা, ফাইল যাওয়ামাত্র ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এমন কর্মকর্তার সংখ্যা খুবই নগণ্য।

শিক্ষাভবনে আসা ভুক্তভোগীদের মধ্যে এমন একজন হলেন পটুয়াখালীর দক্ষিণ মুরাদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক সোহরাব হোসেন। তিনি বলেন, 'দুই মাস ধরে ঘুরেও আমার মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ তার টাইম স্কেল পাচ্ছেন না। উপায়ন্তর না পেয়ে ১০ হাজার টাকা বকশিশ দিয়েছেন। কিন্তু এরপরও কাজ হচ্ছে না। আজ খোঁজ নিয়ে জানলাম, এ কাজের প্রায় ১৮০টি ফাইল বন্দি আছে।' সোহরাব হোসেন ও আবদুল মমিনসহ কয়েকজন শিক্ষকের গ্রুসব অভিযোগের বিষয়ে ৮ মার্চ জানতে চাওয়া হয় মাউশির পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ) অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামানের কাছে। তিনি বলেন, গেটে প্রবেশে সমস্যা আছে। কিন্তু আমরা তো সবাইকে অবাধে প্রবেশ করতে দিতেও পারি না। তারা এসে বিরক্ত করেন। এতে কাজে বিঘ্ন ঘটে। তিনি আরও বলেন, 'এখন এমপিও এমনিতেই হয়ে যায়। শিক্ষকদের কাজ শুধু কাগজ জমা দিয়ে চলে যাওয়া। আমরা মিটিং করে এমপিওর বিষয়ে জানিয়ে দেই। তাই কাগজ জমা নেয়ার জন্য একটি শাখা খোলা যেতে পারে, কিন্তু লোকবলের অভাবে তা আর সম্ভব হচ্ছে না।'

মাউশির অধীনে বর্তমানে প্রায় ৩৮ হাজার স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত। আর এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী আছেন প্রায় পৌনে ৫ লাখ। এর বাইরে সরকারি ৩৩০টি স্কুল ও দুই শতাধিক কলেজ এবং মাদ্রাসাসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী আছেন আরও প্রায় ২২ হাজার। এসব শিক্ষক-কর্মচারীর প্রয়োজনীয় নানা কাজকর্ম পরিচালিত হয় এ ভবনেই। এখানে কাজের জন্য যারা আসেন তারা যেমন শিক্ষক আবার এ ভবনের কর্মকর্তারাও শিক্ষক।

কিন্তু এসব শিক্ষকরূপী কর্মকর্তাদের অনেকেই নিরীহ ও সহজ-সরল প্রকৃতির শিক্ষকদের ভোগান্তির অভিযোগ নিয়ে বলতে গেলে একরকম উদাসীন। প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন। শিক্ষা ক্যাডারের এ কর্মকর্তা খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলামের বোন এবং সংসদ সদস্য র আ ম উবায়দুল মুকতাদিরের সহধর্মিণী। অধ্যাপক গ্রেডিং তালিকায় তার সিনিয়র আরও অন্তত কয়েক ডজন শিক্ষক আছেন। কিন্তু পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে তদবিরের জোরে তিনি এ পদে আসতে সক্ষম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সমালোচকদের অনেকে এও বলতে চান, তিনি (মহাপরিচালক) মাউশিতে যোগদানের পর একটি নিজস্ব বলয় গড়ে তুলেছেন। এর প্রমাণ হিসেবে বলা হয়, ঢাকা বোর্ডে চেয়ারম্যানি থাকাকালে সেখানে যেসব কর্মকর্তা তার টিমমেট ছিলেন তাদের অনেককে তিনি শিক্ষাভবনে নিয়ে এসেছেন। তাদের মধ্যে পরিচালক (কলেজ), কলেজ শাখার সহকারী পরিচালক, উন্নয়ন শাখার একজন উপপরিচালকসহ বেশ কয়েকজন রয়েছেন। মূলত এখানেও তিনি তার ঘনিষ্ঠ ও অনুগত শিক্ষকদের একটি টিম নিয়ে শিক্ষাভবনে নিজস্ব বলয় গড়ে তুলেছেন। তবে তার পক্ষেও শিক্ষকদের একটি শক্ত গ্রুপ রয়েছে। তারা অবশ্য বলতে চান, এমন যোগ্য মহাপরিচালক অতীতে কখনও শিক্ষাভবনে আসেনি।

নামপ্রকাশ না করে শিক্ষা ক্যাডারের ডজনখানেক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, বর্তমান মহাপরিচালক সব সময় পারিবারিক ক্ষমতা দেখিয়ে থাকেন। তার রূঢ় আচরণের মধ্যে এর ছাপ রয়েছে। পারিবারিক ক্ষমতার প্রভাবে তিনি সমাজের অনেক সম্মানী ব্যক্তিকেও খাটো করতে কম যান না। এ রকম বহু অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে এমন নানা অভিযোগ শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও দেয়া হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই তিনি গায়ের জোরে কাজকর্ম করে থাকেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মাউশিতে এক ধরনের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে তিনি নিজের একক ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মঙ্গলবার ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। এদিন সরকারি ছুটির দিন হলেও তিনি সরকারি কলেজের ৪২ জন অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দিতে বাধ্য করেন। অথচ এসব কলেজ প্রধানের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে কর্মসূচি ছিল। ফলে তারা সেখানেও যোগ দিতে পারেননি। এ ঘটনায় অধ্যক্ষদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কিন্তু ভয় আর আতংকে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পাননি।

এদিকে গত রোববার দুপুরের দিকে দেখা গেল, মূল ফটকে দায়িত্বরত দুই আনসার সদস্য ১০-১২ ব্যক্তিকে ঢুকতে দিচ্ছেন না। তারা বারবার অনুরোধ করেও আনসার সদস্যদের মন গলাতে পারছিলেন না। এ দৃশ্য দেখে সেখানে প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে দেখা যায়, কোনো কোনো দর্শনার্থী ভবনের ভেতরে অবস্থানরত অজ্ঞাত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে মোবাইল ফোনে আনসার সদস্যদের ধরিয়ে দিচ্ছেন। সেখান থেকে সবুজ সংকেত দেয়ার পর পছন্দের দর্শনার্থী শিক্ষকদের ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, ভবনে এভাবে আনসারদের সঙ্গে কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। তবে অনেক সময় এভাবে ভেতরে যাওয়া নিয়ে আনসার সদস্যদের সঙ্গে শিক্ষকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও দেখা যায়।

এ বিষয়ে মাউশির একজন সাবেক কর্মকর্তা (যিনি বর্তমান শিক্ষাভবনেই পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরে-ডিআইএ কর্মরত) যুগান্তরকে বলেন, মাউশিতে কাজে আসা শিক্ষকদের জামতলা (ক্যান্টিনের সামনে) থেকেই ভোগান্তিতে পড়তে হয়। ওই কর্মকর্তা আরও জানান, মাউশিতে সবচেয়ে বড় দুর্নীতির গাত এমপিও। চাহিদা না মেটালে সংশ্লিষ্ট ডিলিং অফিসার ফাইল সহকারী পরিচালক পর্যন্ত পৌঁছানই না। আবার সহকারী ও উপ-পরিচালক হয়ে ফাইল পরিচালক পর্যন্ত অনুমোদন করা থেকে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তুত করতেও নানা সংকট দেখা দেয়। এ পর্যায়ে ক'টি এমপিও প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে আর কতটি সব ধাপ পার হয়ে নোটিশ আকারে রিলিজ করা হয়েছে, সে হিসাব কখনোই মেলে না। আবার কোনো মিটিংয়ে ক'টি এমপিও প্রস্তাব বাদ পড়েছে এবং তা আবার পরবর্তী সভায় উত্থাপন করা হবে কিনা— তারও সঠিক হিসাব থাকে না।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক এসএম ওয়াহিদুজ্জামান। তিনি দাবি করেন, শিক্ষাভবনের পরিবেশ এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো। তাদের নেয়া নানা উদ্যোগের ফলে শিক্ষক হয়রানি, দুর্নীতি ৮০ শতাংশ কমে গেছে। বাকিটুকুও কমানোর চেষ্টা চলছে। তিনি আরও বলেন, বরং সেবা প্রার্থীরাই নানা সমস্যা তৈরি করেন। যারা কাজে আসেন তাদের অনেকে 'বকশিশ' জোর করেই দেন। নইলে তাদের কাজটি যে হবে— এমন আত্মবিশ্বাস পান না। মনে করেন, টাকা না দিলে কাজ হবে না। তাই কেউ কেউ জোর করেই টাকা দিয়ে যান।

তবে এমন দাবি শতভাগ সঠিক নয় বলে জানালেন কয়েকজন শিক্ষক। শিক্ষক-কর্মচারী সংগ্রামী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী নজরুল ইসলাম রনি বলেন, কেউ নিজের টাকা জোর করে দিয়ে যান না। শিক্ষাভবনে ক্লোজসার্কিট ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এ কারণে অনেকে ভবনের বাইরে বিশেষ করে দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পার্শ্ববর্তী ভবনের ভেতরে গিয়ে ঘুষের দরদাম করেন। অনেকে সন্ধ্যার পর বিভিন্ন হোটেলেও বসেন।

এ প্রসঙ্গে গত সোমবার বরিশালের হিজলা উপজেলার আফসারউদ্দিন সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ আজিজুর রহমান জানান, মিজান নামে এক ব্যক্তি তাকে মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে টেলিফোনে করে জানান, তার (উপাধ্যক্ষ) বিরুদ্ধে ৫৫ লাখ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৩০ হাজার টাকা দিলে ওই অভিযোগ গায়েব করে দেয়া হবে। নইলে তা মহাপরিচালকের ফাইলে দেয়া হবে। এ নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে তাকে বিরক্ত করা হচ্ছে। বিষয়টি মহাপরিচালককে জানিয়েও তিনি কোনো প্রতিকার পাননি বলে জানান। এভাবে শিক্ষাভবনের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী আশকারা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগী শিক্ষকদের।